OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 494 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 494 - 499
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বনফুলের অগ্নীশ্বর : পেশাগত সংরূপে মধ্যবিত্তের প্রচ্ছন্ন প্রতিনির্মাণ

অনন্যা আচার্য্য
স্যাক্ট (বিভাগ - ১)
বাংলা বিভাগ, কালনা কলেজ
Email ID : ananya9062@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
capitalism, middle class, post-colonial, feudal, Balaichand Mukhopadhyay. Banophool, Agnishwar.

Abstract
With the rise of capitalism, the middle class gradually emerged with certain characteristics. Along with this, the struggle for independence, the post-colonial lifestyle and the disintegrating feudal system are also associated with Bengali life. Life becomes increasingly complex and humanity becomes artificial. An important fiction writer of this period is Balaichand Mukhopadhyay, who we know as Banophool. An important novel written by him is Agniswar. By profession, we can identify Dr. Agnishwar as a representative of the middle class and we can say that he belongs to a certain class but has ignored all the characteristics of the middle class. At the same time all the rules of capitalism could not affect him much. He is strongly opposed to self-promotion. He transcended the characteristics of the age and created a unique way of life. At the same time, professional identity has formed the main basis of the novel. An aspect of the economic position is also presented in the novel. All in all, the novel Agnishwar is memorable in the world of Bengali fiction for several reasons. This study attempts to find out those reasons.

Discussion

১

বিশ শতকীয় সাহিত্য ও জীবন বহুলাংশেই উনিশ শতকের জিজ্ঞাসা ও চিন্তা-ভাবনাকে অতিক্রম করে গেছে। পুঁজিবাদের বাড়বাড়ন্ত একইসাথে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং উভয় মূল্যবোধের সংঘাত বাংলা সাহিত্যের আখ্যানভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। একইসাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই পর্বে ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে কিছু শ্রেণি চরিত্রের অবস্থান।

বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকেই উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার পরিসরখানি তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ। একই সাথে ঔপন্যাসিকদের সামাজিক অবস্থান বা সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু উপন্যাসের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বা খুব সূক্ষ্মভাবে বলা যায় চরিত্রের পেশাগত পরিচিতি বা পেশাভিত্তিক পরিচিতির অবস্থান বেশ খানিকটা অস্পষ্ট। উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দিকের বেশ খানিকটা সময়ের উপন্যাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা চরিত্রের পেশাগত বিষয়ে অস্পষ্ট চিন্তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। এই সময়পর্বে আমরা যে সকল উপন্যাসের চরিত্রগুলি দেখি তারা প্রায় সকলেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 494 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ বা শেষদিকের অবক্ষয়িত প্রতিনিধি বা শেষ প্রজন্মের চিহ্নকে বহন করে চলেছে। পেশাভিত্তিক পরিচিতির এই অস্পষ্টতা থেকেই তৈরি হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কিত অস্বচ্ছ ধারণা।

মার্কসের প্রভাব ও সমাজতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার বদল বাংলা কথাসাহিত্যের গঠনমূলক পরিবর্তনকে সাধিত করেছে। বিশ শতকের দুই-এর দশক থেকে স্বাধীনতা ও তার পরবর্তী কিছু সময় রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি সমাজে অথবা সাহিত্যে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি বা হওয়াটা সম্ভবও ছিল না। রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সমাজ বিন্যাসের ও একইসাথে জীবনাদর্শের বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে এই রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠার ছাপগুলি ধীরে ধীরে উঠে এসেছে। এই সময়পর্বের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল। বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসটি আমাদের আলোচ্য। উপন্যাসটি বেশ কয়েকটি কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অগ্নীশ্বর। পেশায় ডাক্তার। উপন্যাসে অর্থনৈতিক অবস্থানের দিকটিও ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে। উপন্যাসের চরিত্রে পেশাগত পরিচিতির উল্লেখ উনিশ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের পরিপন্থী। যে সময়পর্বে এই উপন্যাসটি রচনা করা হয়েছে সেই সময়কে খুব সূক্ষ্মভাবে অন্বেষণ করে বলা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের সাথে সাথে এই পেশাকেন্দ্রিক আইডেন্টিটিগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিকের পরিচয়বাহী।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠার সাথে সাথে পেশার মূল্য গড়ে ওঠার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তন এবং ডাক্তার নামক একটি শ্রেণিচরিত্র গড়ে ওঠার কাঠামো এই পর্বে ক্রমশ স্পষ্টতর হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসার এবং রাষ্ট্রস্বীকৃত পেশা হিসেবে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গুরুত্ব বেড়েছে সমাজে ও সাহিত্যে। ডাক্তার অগ্নীশ্বর রাষ্ট্রস্বীকৃত এমনই এক শ্রেণি চরিত্রের প্রতিনিধি। ব্যক্তিচরিত্র ও শ্রেণি চরিত্রের এই তুলমূল্য অবস্থানের পথে যে সমস্ত কথাসাহিত্যিকের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে বনফুল উল্লেখযোগ্য। এই অর্থনৈতিক ও পরিবর্তিত মানসিক উত্থান বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অগ্নীশ্বর-এর পাশাপাশি উপন্যাসে ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত চরিত্রটিও বনফুল খুব সচেতনভাবে চিহ্নিত করেছেন। যোগেশ রক্ষিত-এর বক্তব্য তাই আত্ম-জাহিরের মাধ্যম এবং আমিত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ। এই চরিত্রটি পুঁজিবাদের প্রবল বৈশিষ্ট্যকে প্রতিকায়িত করেছে। তাই তার সাথে কথোপকথনে অগ্নীশ্বর-এর দম বন্ধ হয়ে আসে। প্রবল আমিত্বের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত একজন মানুষ হলেন অগ্নীশ্বর। ডাক্তার অগ্নীশ্বর জানেন বাক্যব্যয়ের সীমানা ঠিক কতদূর। একজন খাঁটি ডাক্তার হিসেবে অগ্নীশ্বর-এর ভূমিকার কথা সমগ্র উপন্যাস ধরে বিবৃত হয়ে আছে। কিন্তু চিকিৎসা একটি জীবিকা। জীবিকাকে অতিক্রম করেও চিকিৎসা পেশাটির সাথে যে মানবিক জিজ্ঞাসার আদর্শটি পরিপন্থী হয়ে আছে তার যথাযথ ব্যবহার বনফুল এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। পেশাগত অবস্থানের সাথে সাথেই শ্রেণিধর্মের বিপরীতে ব্যক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্য অগ্নীশ্বরকে করে তুলেছে অন্যান্যদের থেকে আলাদা।

সমাজ পরিবর্তন ও সমাজের মানুষের পরিবর্তন প্রতিটি কালেই সত্য। কিন্তু এ সকলকে অতিক্রম করে যে মূল মানবিক চিন্তার পরিকাঠামোকে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে গেঁথে দিয়েছেন তা সত্যিই কৃতিত্বের পরিচয়বাহী। রাষ্ট্র যখন ব্যক্তিচরিত্র থেকে শ্রেণি চরিত্রের যাত্রাপথ ঠিক করে দেয় তখন উভয়ের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বে ব্যক্তিধর্মের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থ অথবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থগুলি হয়ে ওঠে চূড়ান্ত।

২

বিশ শতকে সামাজিক কাঠামোর সাথে সাথেই মানসিক কাঠামোর ছকটি বেশ খানিক পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী কেননা –

> "যে মন নিয়ে যোব চার্নক সূতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে ভবিষ্যৎ কলকাতা মহানগরের ভিত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই মন হল পাশ্চাত্য বণিকের সজাগ ব্যবসায়ীর মন। নিরাপদ বাণিজ্যে আর্থিক মুনাফার হিসেব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 494 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ছাড়া কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার মনে সেদিন আর কোনো মানবিক সুচিন্তা উদ্ভাসিত হয়নি। জন্মকালের এই মনই কলকাতা শহরের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে পরিপুষ্ট ও পাকাপোক্ত হয়েছে।"[১]

নিরাপদ জীবন ও আত্মসর্বস্ব জীবনের লোভ মানুষকে ক্রমাগত করে তুলেছে সুযোগসন্ধানী অথবা একমুখী। এক সীমাবদ্ধ চিন্তা ও চেতনায় বরাবর আবদ্ধ মানুষের জীবন। আবদ্ধ এই চেতনার পরিবর্তে মানবিক সুচিন্তা সমৃদ্ধ মানুষের প্রয়োজন একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। প্রতিটি সময়ের একটি নিজস্ব দাবি থাকে। যেমন পুঁজিবাদের উত্থান মানুষের মধ্যে একপ্রকার চেতনাকে বরাবর প্রতিষ্ঠা দিয়ে এসেছে। সেই চেতনার মূল ভিত্তি আত্মকেন্দ্রিকতা ও জীবনযাপনের একপ্রকার নিরাপত্তা। বনফুল ডাক্তার অগ্নীশ্বরের মুখ দিয়ে তাই বলাচ্ছেন –

> "মানবসভ্যতা যেমন কৃষিসভ্যতা ও যাযাবর সভ্যতায় ভাগ হইয়া দুইটি বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙালী সমাজও যেন অনেকটা তাই। একদল চাকরিবিলাসী শান্তশিষ্ট সুবিধাবাদী কেরানীর দল। গৃহিণীর গহনা গড়াইয়া, বংশ বৃদ্ধি, বড় সাহেবের মন রাখিয়া, দোল-দুর্গোৎসব, পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিয়া জীবনের অপরাহ্নে পরচর্চা, পরলোক-চর্চা, দলাদলি, ঘোঁট প্রভৃতিতে মত্ত থাকিয়া হরিনাম করিতে করিতে শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করা-ইহাই মোটামুটি তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। কিন্তু এই বাঙালীর ঘরেই আবার এমন একদল ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, গৃহের বন্ধন, গৃহস্থালীর মায়া যাহাদের বাঁধিতে পারে নাই, আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যাহারা যুগে যুগে গৃহত্যাগ করিয়াছে।"[২]

অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা আর সাথে সুখী গৃহকোণ - এই হয়ে উঠেছে মানুষের জীবনের ভবিতব্য। সেই দাবীকে সম্মান দিয়েই বনফুল তাঁর 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসে এমন এক চরিত্রের অবতারণা ঘটিয়েছেন যে চরিত্র সমকালীন স্বার্থপরতাকে কড়াভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের আদর্শ বৈশিষ্ট্যের একটি প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরেছেন।

শাসকের বিরুদ্ধাচরণ একই সাথে আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ একজন চরিত্র ডাক্তার অগ্নীশ্বর। চিঠিতে 'প্লীজ' শব্দের উল্লেখ না থাকায় মিস্টার স্কটের চিঠিকে তিনি নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। স্কটের আসন্ন প্রসবা স্ত্রী-কে দেখতে যান না, পরিবর্তে অন্য একজন ডাক্তারকে পাঠান। নেটিভ ডাক্তারের এহেন আচরণ ইংরেজকেও অবাক করে। শাসকের মন জুগিয়ে চলার অভ্যেস তাঁর নেই। আত্মপ্রত্যয় যাঁর দৃঢ় তিনিই তো পদের চিন্তা না করে অবলীলায় দুঁদে শাসকের বিপরীতে যেতে পারেন। আই-জি মিস্টার স্কটকে তাই জানান –

> "অগ্নি খাঁটি ইস্পাতের তৈরি শানিত তরবারি। উহাকে যদি ঠিক মতো ব্যবহার করিতে পার অনেক উপকার পাইবে। বোকার মতো নাড়াচাড়া করিলে কিন্তু রক্তারক্তি হইবার সম্ভাবনা।"[৩]

বিশ শতকের বাঙালি জীবনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠছিল আত্মসুখ। এই সময়পর্বে দাঁড়িয়ে ডাক্তার অগ্নীশ্বর এক বিরুদ্ধ চিন্তার নিদর্শন। জীবিকা কেন্দ্রিক সৎ উপকারের চিন্তাই আত্মসুখের মাধ্যম হিসাবে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

> "অগ্নীশ্বরের ওই এক ধরণ ছিল, তিনি যখন কাহারও উপকার করিতেন তখন কাহাকেও সেটা জানিতে দিতেন না। এমন কি উপকৃতকে পর্যন্ত নয়। তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুবিমল তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল তিনি কেন এমন করেন।"[৪]

অগ্নীশ্বর এর প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন –

> "ওরে বাপরে, এরকম না করলে রক্ষে ছিল আমার। বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়নি, যদি কারও উপকারটি করেছ, অমনি সে শত্রু হয়ে গেছে তোমার। মেরেই ফেললে ও লোকটাকে শেষ পর্যন্ত।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 494 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা বেশ স্পষ্ট –

> "এমনিই তো দু'বেলা খাচ্ছি-পরছি, মোটামুটি সুখে আছি, এতেই তো অগণিত শত্রুসৃষ্টি হয়েছে, তার উপর তাদের পিঠে যদি উপকারের চাবুক পড়ে তাহলে তো ক্ষেপে যাবে তারা, দেশছাড়া করবে আমাকে। ...অথচ উপকার না করেও পারিনা, ওটা একটা রোগ বিশেষ,"[৬]

প্রায় সকল বিষয়েই স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ডাক্তার অগ্নীশ্বরকে কোন অধ্যাপকই ভুলে যায়নি। ডাক্তারি শুধুমাত্র জীবিকা নয়। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের কাছে ডাক্তারিও একটা আর্ট। মানবিক জিজ্ঞাসার আধুনিক চিন্তা-চেতনাও একই সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। বাংলাদেশের ফোকলা দাঁতে তিনি এক পেশাগত সৌন্দর্যের বাতাবরণ অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন শুধুমাত্র তার জীবনচিন্তা ও প্রতিদিনের কার্যকলাপকে একত্রিত করার মাধ্যমে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের মধ্যে যে একপ্রকার নিশ্চিন্ত যাপনের ছাপ ও প্রস্তুতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। সেই অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ডাক্তার অগ্নীশ্বর পুঁজিবাদের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যকেই হাতে ধরে নস্যাৎ করে এক বিপরীত জীবনচেতনার সুরকে প্রতিকায়িত করেছেন। বিশ শতকের চারের দশক থেকেই মানুষের জীবন ও চলাচলে এক ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের প্রতিযোগিতা দারুণভাবে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য অচিরেই মানুষের মধ্যেকার প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়েছে –

> "অটোমোবিলিটি বা আত্মগতির যুগ এবং আত্মগতি যান্ত্রিক গতি। এই গতির কোনো লক্ষ্য নেই কোনো উদ্দেশ্য নেই কোনো সীমানা নেই কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই- আছে শুধু ছককাটা শানবাঁধানো পথের উপর দিয়ে টাকা ও মুনাফার ধাক্কায় অন্ধবেগে চলার গতি। কেবল গতি আর গতি।"[৭]

মরাল কোডের অতি বিশুদ্ধতার ভানকে ধিক্কার জানিয়েই অগ্নীশ্বরের জীবন বয়ে চলেছে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন – "পৃথিবীতে আইনের চেয়ে মানুষ বড়। সেই বৃহত্তে পৌঁছবার জন্যে আইন ভাঙাটাই মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব"[৮] সামাজিক মানুষের অসঙ্গতি ও বোধের সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই বনফুলের আকুতিই এই উপন্যাসের প্রাণ।

> "মর্ডানিস্টদের সব চেয়ে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য - তারা মানবাধিকারে বিশ্বাস করে। ...সমস্ত মানুষই এক এবং একটা ঐক্যবদ্ধ একক।"[৯]

সত্য-অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি এবং সত্যনিষ্ঠা অগ্নীশ্বরের প্রধান গুণ অথবা সত্যপথে সুন্দরের লক্ষ্যে পৌঁছানো। সত্যের যে আদর্শটি তাঁর নিজের কাছে ছিল, তা অন্যদের চেয়ে আলাদা। আইনের সত্য নয়, ধর্মের সত্য নয়, শাস্ত্রের সত্য নয়, তাঁর নিজের সত্য এবং সে সত্যের প্রধান গুণই হল সুন্দর। বনফুল এই সৎ চিন্তার আবরণটুকু খুবই যত্নের সাথে ডাক্তারের পেশার সাথে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা এবং রাষ্ট্রের তথা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সৎ চিন্তা ও আদর্শের ছবি তুলে ধরেছেন।

বিশ শতকের চারের দশক থেকেই সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি পর্যুদস্ত হয়েছে।

> "চিরায়ত নীতিবোধ মূল্যবোধ মানবিকতাবোধ এমন সজোরে ধাক্কা খেয়েছে, বিশেষ করে ভাবপ্রবণ তরুণমনে, যে তাঁকে গতানুগতিক 'পরিবর্তন' বা Social Change না বলে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর বলা যায়।"[১০]

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনবিন্যাস ক্রমশ পুঁজি মানসিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই যুগ বৈশিষ্ট্যের সাথে সঠিকভাবে খাপ খাইয়ে চলার মানসিকতা ডাক্তার অগ্নীশ্বরের মধ্যে কখনো পরিলক্ষিতই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 494 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়নি। অন্যকে খোঁচা দিয়ে কথা বলা যেমন মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য তেমনি অন্যের প্রতি সুচিন্তিত সহানুভূতি বরাবরই ডাক্তার অগ্নীশ্বরের চরিত্রে বর্তমান। রূঢ় ব্যবহারের আড়ালে একপ্রকার হৃদ্যতার আলাপ তাই খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিন্তু খুব সহজে সেই হৃদ্যতার খোঁজ সকলে পায় না। সহানুভূতি সম্মান এগুলো পারস্পরিক প্রক্রিয়া। দুর্বলতার পরিবর্তে দৃঢ় মানসিক বিন্যাসের মানুষ ডাক্তার অগ্নীশ্বরের পছন্দ। এই কারণেই হিউম্যান উইকনেস (human weakness) কে ক্ষমা করার মানুষ তিনি নন।

উপন্যাসের কথক জানিয়েছেন যে এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তিনি বহু কিছুর পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছেন কিন্তু জীবনে একটিমাত্র ছবির পরিবর্তন দেখেননি। সে ছবির নাম ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় –

> "আমার জীবনে কয়েকবারই তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে আসিয়াছেন ও চলিয়া গিয়াছেন, প্রতিবারই তাঁহাকে একরকম দেখিয়াছি। তরবারির মতো তীক্ষ্ণ, অগ্নির মতো উজ্জ্বল, অন্তরের অন্তস্থলে কিন্তু স্নেহ-করুণার ফল্গু বহমান। বজ্রের মতো কঠোর অথচ কুসুমের মতো মৃদু এক তাঁহাকেই দেখিয়াছি।"[১১]

কথকের ভাষায় তিনি সারাজীবন যেন একটা আলেয়াকে অনুসরণ করে চলেছেন। সে আলেয়াটা কখনও ডাক্তারি, কখনও সাহিত্য, কখনও নাস্তিকতা, কখনও শাস্ত্রবিচার, কখনও দেশভক্তি, কখনও স্বদেশবাসীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা। অথচ অগ্নীশ্বরের মূল খোঁজ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। কথকের ভাষায় –

> "মাঝে মাঝে ভাবিয়াছি, এই আলেয়ার মধ্যে তিনি কি পাইতে চাহিয়াছিলেন। সত্য? আনন্দ? জনপ্রিয়তা? অর্থ? আমার মনে হয়, ইহার একটাও তিনি চাহেন নাই। জনপ্রিয়তা তো তাঁহার দু'চক্ষের বিষ ছিল।"[১২]

তবে ডাক্তার অগ্নীশ্বরের মূল চাওয়ার মধ্যে কি মধ্যবিত্তীয় রোমান্টিসিজম-এর বীজখানি সুপ্ত অবস্থায় ছিল? অথবা তাঁর আপামর জীবনের চলাচল যাকে 'নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা' বলে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন সেটি কি এই মধ্যবিত্তীয় রোমান্টিসিজিমেরই পরিপন্থী? কেননা কথকের বয়ানেই আমরা পাই –

> "ধন মান ধর্ম মোক্ষ এসব কিছুই তিনি চাহেন নাই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তিনি সম্ভবত স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন - সেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, যাহা সামাজিক মানুষের পক্ষে দুর্লভ।"[১৩]

অথবা অগ্নীশ্বরের নিজস্ব বক্তব্য –

> "আমি একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের লোক। রবি ঠাকুরের ক্ষ্যাপা পরশ-পাথর খুঁজে বেড়াত, আমি সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছি স্বাধীনতা।"[১৪]

Reference:

১. ঘোষ, বিনয়, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৯
২. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, অগ্নীশ্বর, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪ - ৪৫
৩. ঐ, পৃ. ১৩
৪. ঐ, পৃ. ১৭
৫. ঐ, পৃ. ১৮
৬. ঐ, পৃ. ১৮
৭. ঘোষ, বিনয়, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩৯
৮. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, অগ্নীশ্বর, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 494 - 499
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৯. মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র, পোস্টমডার্নিজম, কলকাতা, ধ্যানবিন্দু, এপ্রিল ২০২০ (২য় সংস্করণ), পৃ. ৫৭
১০. ঘোষ, বিনয়, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ২১৬
১১. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, অগ্নীশ্বর, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭
১২. ঐ, পৃ. ২৭
১৩. ঐ, পৃ. ৪৩
১৪. ঐ, পৃ. ৩৮